৪৭

যায়যায়দিন

তারিখ ... JUL 07 2006 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

পাবলিক ইউনিভার্সিটির শিক্ষা বহির্ভূত ব্যয়

পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোর বাজেট বরাদ্দের ৮৮ ভাগই ব্যয় হয় শিক্ষা বহির্ভূত খাতে। গতকাল যায়যায়দিনে প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা যায়, একেক অর্থবছরে পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে মোট ব্যয়ের শতকরা ৬৮-৬৯ ভাগ যায় শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতন ভাতা খাতে এবং ১৮-১৯ ভাগ প্রশাসনিক ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে। শিক্ষার পেছনে খরচ হয় মোট বরাদ্দের মাত্র ১২ শতাংশ, যা খুবই নগণ্য।

শিক্ষার পেছনে খরচ কম করার ফলে পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোর লেখাপড়ার মান আশঙ্কাজনক হারে কমে যাচ্ছে। ফলে পাবলিক ইউনিভার্সিটির হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবন অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। জব মার্কেটেও তারা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কম্পিটিশনে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণে ব্যর্থ হচ্ছে।

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে শিক্ষার পেছনে অনেক টাকা খরচ করা হয়। কিন্তু দেশের বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ব্যয়বহুল শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আমাদের তাই জনগণের ট্যাক্সে পরিচালিত পাবলিক ইউনিভার্সিটির শিক্ষার মান বাড়ানোর দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

পাবলিক ইউনিভার্সিটির শিক্ষার মান বাড়াতে হলে সবচেয়ে আগে যে কাজটি করতে হবে তা হলো শিক্ষার পেছনে খরচ বাড়িয়ে অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমিয়ে আনা। এজন্য পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোর উচিত ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন প্রণীত নীতিমালা অনুসরণ এবং নিজস্ব সিদ্ধান্তে বিভাগ ও পদ সৃষ্টি, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি বা আপগ্রেডেশন প্রদান বন্ধ করা।

আমরা আশা করবো, সরকার পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোর শিক্ষা খাতে ব্যয় বাড়াতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।